ডাক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম এর ২০১৮-১৯ সালের কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/গ্রুপ	কার্যক্রম থেকে প্রত্যাশিত সুযোগ সুবিধা	প্রত্যাশিত ফলাফল এর পরিমাণ
১.	স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ডাক বিভাগের সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারন হিসাব পরিচালনা।	২০১৮-১৯	জনাব জাকির হাসান নূর ডিপিএমজি	সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারন হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে মুনাফা নির্ধারনে জটিলতা, সঠিক সময়ে মুনাফা না পাওয়া বা মুনাফা কম বেশী হওয়া দূর করতে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের প্রচলন করা হবে যাতে GPRS মোবাইল ফোন ব্যবহার করে POS মেশিনের সাথে সেন্টাল সার্ভারের সাথে যুক্ত করে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পাওয়া নিশ্চিত হবে।	ডাক বিভাগের ইতোমধ্যে চালুকৃত পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এর মাধ্যমে সঞ্চয় ব্যাংকের সাধারন হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে মুনাফা নির্ধারনে জটিলতা, সঠিক সময়ে মুনাফা না পাওয়া বা মুনাফা কম বেশী হওয়ার সমস্যা দূর হবে। গ্রাহকগণ পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে GPRS মোবাইল ফোন ব্যবহার করে POS মেশিনের সাথে সেন্ট্রাল সার্ভারের সাথে যুক্ত হয়ে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পাবেন।
২.	ডাক জীবন বীমার দাপ্তরিক কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ।	২০১৮-১৯	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ প্রকল্প।	অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ডাক জীবন বীমার আবেদন গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ সহজ করা হবে যাতে জনগণের বীমা সম্পর্কিত বিষয়াদি অনলাইনে প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ হয়।	ডাক জীবন বীমার পলিসি আবেদন প্রক্রিয়া সহজ হবে। পলিসি দলিল প্রাপ্তিতে জটিলতা কমবে। জনগণ বীমার প্রিমিয়াম এর টাকা সহজে অনলাইনে জমা করতে পারবেন ও জমার তথ্য অনলাইনে জানতে পারবেন।
৩.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সেবা গ্রহীতাদের ইউজার ইন্টারফেস	২০১৮-১৯	খন্দকার শাহনূর সাবিবর লিয়েনে এটুআই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সেবা গ্রহীতাদের সঞ্চয় ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনসমূহ অনলাইনে গ্রাহকের অনুপস্থিতিতেই নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে। আবেদন নিস্পত্তি হওয়া মাত্রই সেবাগ্রহীতা তার মোবাইলে মেসেজে পাবেন। ফলে গ্রাহকের ভোগান্তি লাঘব হবে।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সেবা গ্রহীতাদের সঞ্চয়পত্র ও সঞ্চয় ব্যাংক শাখার নমিনি পরিবর্তন, মৃত্যু দাবী নিস্পত্তি, পুন:নবায়ন ইত্যাদি সবা গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনসমূহ অনলাইনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। নিস্পত্তি হওয়া মাত্রই সেবা গ্রহীতা তার মোবাইলে মেসেজ পাবেন। ফলে গ্রাহকের ভোগান্তি লাঘব হবে।